ইসকন মায়াপুরে মহাসমারোহে পালিত হবে জন্মাষ্টমী মহোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর সহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণের ৫২৪৫ তম শুভ আর্বিভাব তিথি মহোৎসব (জন্মাষ্টমী) যথাযথ ধর্মীয় মর্য্যদা ও রীতি ও নীতি মেনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাঁকজমক সহকারে পালন করা হবে। এ বছর ৩ সেপ্টেম্বর সোমবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব শুভ জন্মাষ্টমী পালন করা হবে এবং ৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ১২২ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এক সংকটময় সময়ে মানব জাতিকে রক্ষা এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী রূপে স্বমহিমায় বরাভয় ভঙ্গীতে অমানিশার দুর্যোগ দূর্বিপাকের মধ্যে মথুরায় কংসের কারাগারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি কঠোর হস্তে অসুর ও দানবীয় পাশবিক শক্তিকে দমন করেছিলেন। প্রেম, সখ্য মৈত্রী ও শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জীবন বাণী আদর্শ ও শিক্ষা আজও সমানভাবে গ্রহণীয়। আজও বিশ্বব্যাপী দুর্বলের উপর চলছে সবলের অত্যাচার। সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে চলছে মনুষ্যত্বের অবমাননা। মানবসমাজ বিভ্রান্ত ও দিশাহারা। গোটা বিশ্বের ত্রাসের জন্য ধাবমান দুষ্টুগ্রহ। এই সংকটময় সময়ে মানবসমাজের রক্ষাকল্পে তিনি স্বমহিমায় কঠোর হস্তে গ্লানি দূর করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, এর। শুভ জন্মাষ্টমীতে যুগাবতারের চরণে এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় ভারত সেবাশ্রমের উদ্যোগে আজ ১ সেপ্টেম্বর ও ২ সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে রাসবিহারী এভিনিউয়ে সঙ্ঘ ভবনের সভাগৃহে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের কথা জানান হয়। আশীর্বচন: পাঠ করবেন স্বামী শাশ্বতানন্দজি মহারাজ। বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক বাসব চৌধুরী, স্বামী সাধনানন্দ এবং স্বামী গুরুপদানন্দ। সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ। এই অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ শ্রীমদ্ভগবদ্। গীতা প্রতিযোগিতা।

সুডোকু মেলাও — বুদ্ধি বাড়াও

	2		7				3	1
	8			9				
		9	1					
6						4		8
2			8		5			9
8		1						3
					3	1		
				7			2	
9	4				6		7	

গতকালের সমাধান

3	9	6	1	8	5	7	4	2
4	2	1	3	7	6	9	5	8
7	8	5	2	4	9	1	3	6
5	1	3	7	6	2	4	8	9
6	4	8	9	3	1	5	2	7
9	7	2	4	5	8	3	6	1
8	3	9	6	1	4	2	7	5
1	6	7	5	2	3	8	9	4
2	5	4	8	9	7	6	1	3

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: শনিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩১ ডি গ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** শুক্রবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩১ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৮৫ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।১৪, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৬:০৬ **জোয়ার:** দুপুর :১২:৫০। **ভাঁটা:** সকাল : ৮:১৮।

— সমাধানের নিয়ম —
এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০ গ্রাম):	৩০,০৭৫
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৮,৫৩৫
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	২৮,৯৮৫
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৩৮,২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি):	৩৮,৩০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

শেয়ারসূচক

BSE 38,251.80 ▼ (-84.96)
NIFTY 11,566.60 ▼ (-4.30)

শব্দলিপি- ১২৯৮

পূর্ণেন্দু সাহা

পাশাপাশি ঃ ১। মত্তহস্তী ৩। আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র ৬। কেঁচো ৮। ভৃত্য ১০। লুপ্ত মর্যাদা ১২। অতিশয় নীচ লোক ১৪। অভ্র ১৫। স্নানকক্ষ
উপরনীচ ঃ ১। দখিনা বাতাস ২। করঞ্জাফল ৪। উদ্যান ৫। সঠিক বিবরণ ৭। গলাজড়ানো নেকলেশ ৯। করুণা ১১। অপ্রাপ্তবয়স্কাকে বিবাহে সম্প্রদান ১৩। গাধা

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১২৯৭
পাশাপাশি ঃ ১। খড়গ ৩। বৃত্রহা ৫। জটায়ু ৭। সহগমন ৮। টারবাইন ৯। বিনোদ ১১। রসদ ১২। স্তম্ভিত
উপরনীচ ঃ ১। খরাজ ২। গতায়ু ৩। বৃষবাহন ৪। হাতকামড়ানো ৬। টাকার কুমির ৭। সইসাবুদ ৯। বিবক্ষু ১০। দয়িত

আমডাঙার ঘটনায় জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেফতারের দাবি সিপিএমের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত : আমডাঙার ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃণমূলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতরের দাবি তুলল সিপিএম।

বৃহস্পতিবার বারাসত জেলা কার্যালয়ে বসে সিপিএম জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমডাঙায় দলের দায়িত্বে আছেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আহমেদ খান। সে কারণে তাঁকে যদি গ্রেফতার হতে হয় তাহলে তৃণমূলের দায়িত্ব থাকা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কেন গ্রেফতার করা হবে না।? আমরা তাঁকে গ্রেফতারের দাবি তুলছি।

আমডাঙার ঘটনার আহত সিপিএম কর্মীদের দেখতে আরজি কর হাসপাতালে গিয়েছিলেন আহমেদ খান। সেখান থেকে পরিকল্পিতভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অথচ, পুলিশ আমডাঙা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে বলে দেখাচ্ছে। পুলিশের এই চালাকি আজ সবার সামনে চলে এসেছে।' আহমেদ খান সহ ধৃত সিপিএমের ১০ জনকে মিথ্যা মামলায় পুলিশ ফাঁসিয়ে দিয়েছে বলেও সুভাষবাবু অভিযোগ করেছেন। পাশাপাশি আমডাঙার ঘটনার পিছনে তৃণমূলের বহিরাগতরা জড়িত রয়েছে বলেও তাঁর অভিযোগ।

তাঁর কথায়, জেলার একাধিক জায়গা থেকে দুস্কৃতীদের এনে তাড়াবেড়িয়া পঞ্চায়েত দখলের পরিকল্পনা করেছিল শাসকদল। তখন গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে বোমা ও বন্দুক নিয়ে হামলা চালানো হয়। আমডাঙার বেশকিছু এলাকায় এখনও শাসক দলের নিঃশব্দ সন্ত্রাস চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সাংবাদিক বৈঠকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তোলা অভিযোগ উড়িয়ে সিপিএম জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী বলেন, 'সীমান্ত পেরিয়ে যদি আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকে থাকে তাহলে পুলিশ প্রশাসন কি নাকে সরষের তেল দিয়ে এতদিন ঘুমাচ্ছিল? আর ওনার কাছে যদি তথ্য থেকে থাকে তাহলে সেটা তদন্ত করা হোক। তাহলেই তো সব সামনে চলে আসবে।'

শুক্রবার পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে আমডাঙার ঘটনার প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হবে জেলা বামফ্রন্টের তরফে। সোমবার আমডাঙা থানায় জমায়েতের ডাকও দেওয়া হয়েছে।

যদিও সিপিএমের অভিযোগ আমল দিতে চায়নি তৃণমূল। দলের জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'আমাকে গ্রেফতারের দাবি করেছে সিপিএম। সেটা ওরা করতেই পারে।

তবে আমার মনে হয় ওদের উচিত চুপ করে থাকা। কারণ, আমডাঙায় গোলমালের ঘটনায় মুল অভিযুক্ত জাকির মল্লিকের সঙ্গে সিপিএমের জেলা নেতাদের যোগযোগ রয়েছে।'

ডোমজুড়ে ব্যাঙ্ক কর্মী খুনের তদন্তে পুলিশের পাঁচ সদস্যের বিশেষ দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : যত সময় যাচ্ছে হাওড়ার ডোমজুড়ে ব্যাঙ্ক কর্মী পার্থ চক্রবর্তী খুনের বিভৎসতা সকলের সামনে উঠে আসছে। যেভাবে ওই ব্যাঙ্ক কর্মীকে খুন করা হয়েছে তা এযাবৎ হাওড়া জেলায় খুব কমই ঘটেছে। পার্থর দু'টো পা ও মাথা কাটা হয়েছে। শুধু বডিটি বুধবার দুপুরে উদ্ধার হয়েছে হাওড়া মাকড়দহের রঘুদেববাটি নাককাটা ঠাকুরতলায়। এই ঘটনার পূর্ণ তদন্তের জন্য পুলিশের পাঁচটি টিম কাজ করছে। যেখান থেকে বডিটি পাওয়া গিয়েছে তার পাশেই একটি পুকুর আছে। মৃতের মাথা ও দু'টি হাত খোঁজের জন্য সেখানে ডুবুরি নামনো হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে দিয়েই বয়ে গিয়েছে সরস্বতী খাল। সেখানেও ডুবুরি নামানো হয়েছে। পুলিশের অনুমান, দুস্কৃতীরা মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে কাটার পর এইসব জায়গায় শরীরের সেই অংশ ফেলে দিতে পারে। হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের পাঁচটি দল ব্যাঙ্ক কর্মীদের ও যে মহিলা স্বনির্ভরকর্মীদের কাছে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন পার্থ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আরও জানা গিয়েছে, ওই ব্যাঙ্ক কর্মীর মোবাইলটা পাওয়া যায়নি। পুলিশের বিশেষ টিম পার্থর মোবাইল কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। মোবাইলটি বন্ধ আছে। শেষ মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন কোথায় ছিল, তার কললিস্ট সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার দুপুরে সারে বারোটা নাগাদ তাঁকে মাকড়দহ রোডে সিসিটিভি ফুটেজে সাইকেল নিয়ে আছে দেখা গিয়েছে। তার বেশকিছুক্ষণ পরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তবে নানা প্রশ্ন এই ঘটনার জন্য সামনে উঠে আসছে। দিনদুপুরে এত কিছু কিভাবে ঘটলো? এত তাড়াতাড়ি মিসিং ডায়েরি হল কীভাবে? যদি টাকা লুঠ করার জন্যই এই খুন করা হয়, তাহলে তাঁকে এমন নৃশংসভাবে খুন করা হল কেন? প্রসঙ্গত, মৃত ওই ব্যাঙ্ককর্মী পার্থ চক্রবর্তী হাওড়ার ডোমজুড় থানার সলপ এলাকার বন্ধব ব্যাঙ্কে লোন রিকভারির কাজ করতেন। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাপ্তাহিক লোনের টাকা তুলে আনতেন। বুধবার বিকেলে ডোমজুড় এলাকা থেকেই হাত পা কাটা বস্তাবন্দি তার দেহ উদ্ধার হয়। কী কারণে এমন ভয়ঙ্করভাবে খুন করা হল, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে খুনের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত কেউ জড়িত থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। শরীরে বেশ কিছু জায়গা থেকে মাংস ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে তাঁর। শরীরে থাকা তিলও ধারলো অস্ত্রে তুলে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ধার শোধরানোর কারণে কোনও বিবাদের সূত্রপাতের জন্যও মৃতদেহকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়ে থাকতে পারে। তবে লুঠের পর খুনের মোটিভ বদলাতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, হাওড়ার ডোমজুড় মাকরদহ এলাকার রাস্তার ধারে দীর্ঘক্ষণ একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় এলাকাবাসীর। বস্তা খুলতেই দেহ বেরিয়ে আসে। ডোমজুড় থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ সহ বস্তা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দেহ তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এখবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। অন্য কোথাও খুন করে বস্তায় করে এখানে ফেলে যেতে পারে এমনটাও হতে পারে। ঘটনাটি যে মোটেও সাধারণ ঘটনা নয়। তা পরিস্কার। ঘটনার পেছনে মেয়েঘটিত কোনও কারণ বা কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণও হতে পারে।

প্রতিবন্ধী সম্মীলনীর আট দফা দাবির ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের দফতরে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর কাকদ্বীপ মহকুমা এবং নামখানা ব্লক শাখার উদ্যোগে আট দফা দাবির ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের দফতরে একটি ডেপুটেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। দাবিগুলি হল স্বাস্থ্য কার্ড, সমস্ত ব্লকে প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করণ, সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রদান, মানবিক ভাতা এবং স্পেশাল জি, আর প্রদান। মাথাপিছু ১৬ কেজি চাল, যা পরিবার পিছু দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের সভাপতি শিখা দাস জানান, মহকুমা প্রায় ৭০০ জন সদস্যা আছেন আমরা ব্লক ভিত্তিক বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বিডিওদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু নামখানা ব্লক অফিসার এবিষয়ে খুব একটা কর্ণপাত করেননি। যার ফলে আমরা বাধ্য হয়েছি মহকুমা শাসকের দফতরে আসতে। মহকুমা শাসক যত্ন সহকারে আমাদের কথা শুনেছেন। মহকুমাশাসক স্পেশাল জিআর (মাথাপিছু ১৬ কেজি চাল) দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। বাকি দাবি গুলি বিভাগীয় দফতরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

প্রায় দেড়শজন প্রতিবন্ধী মহকুমাশাসকের দফরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ট্রাক পিষে দিল যুবককে, তাড়া করে চালককে ধরল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর : বৃহস্পতিবার রাতে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাক পিষে দিল এক সাইকেল আরোহীকে। মৃত যুবকের নাম শুকদেব দাস (২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি থানাক অন্তর্গত ব্যারাকপুর-কল্যাণী হাইওয়ের দোগাছিয়া মোড়ে।
শুকদেববাবু পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। কাজ সেরে বৃহস্পতিবার রাতে তিনি ব্যারাকপুর-কল্যাণী হাইওয়ে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রাকটি কাঁচরাপাড়ার দিকে থেকে নৈহাটির দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। দুর্ঘটনার পর পুলিশের ভ্যান তাড়া করে ট্রাকটিকে ধরে ফেলে। আটক করা হয় ট্রাকের চালক ও খালসিকে। শুক্রবার মৃত যুবকের দেহ ব্যারাকপুর মর্গে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। ট্রাকের চালক ও খালাসিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সংশোধনী

গত ৩১.০৮.২০১৮ এ প্রকাশিত এন পি আর ফিনান্স লিমিটেডের প্রথমে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মাসে কলকাতা-৭০০০০১ এবং ৯ নম্বরে DIN-06935192 এর পরে কমপ্লায়েন্স অফিসার পড়িতে হইবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

ক্যানিংয়ে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল, বোমাবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ক্যানিংয়ে। তৃণমূলের কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালনোর অভিযোগ উঠল যুব তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক জখম হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেই ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা ও গুলির খোল উদ্ধার হয়েছে।
ক্যানিং থানার নিকারিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ২১টি আসন। তার মধ্যে তৃণমুল ১১টি আসনে জয়ী হয়েছে। আর যুব তৃণমূল সমর্থিত নির্দলরা আটটি ও দু'টি আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। অভিযোগ, পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের জন্য বৃহস্পতিবার রাতে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের বাড়িতে হামলা চালায় নির্দল প্রার্থীরা। তৃণমূল কর্মীদের ভয় দেখানোর জন্যই এই হামলা চালানো হয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। চলে বোমাবাজি, গুলি। ২০ থেকে ২৫ জনের সশস্ত্র দল ৩০ মিনিটি ধরে ওই এলাকায় তাণ্ডব চালায়। এর জেরে বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে।
খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গৃহকর্তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লুট বাগদায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগদা : বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লুটপাট চালান একদল দুষ্কৃতী। গৃহকর্তার নাম বিপুল হীরা। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার। ১২ হাজার টাকা ও বেশকিছু গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী দলটি। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের চরমণ্ডল পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিপুল হীরা। বৃহস্পতিবার রাত দেড়টা নাগাদ বাড়ির আশপাশে কয়েকজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন তিনি। তার কিছুক্ষণ পর চার জনের একটি দল তাঁদের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। বিপুলবাবুর মাথায় বন্দুক ধরে তাঁকে বেঁধে ফেলে বলে অভিযোগ, পরিবারের বাকিদেরও ওই ঘরে নিয়ে এসে বসিয়ে রাখা হয়। তাঁদের সামনেই চলে লুঠপাট।
ওই পরিবারের তরফে জানা গেছে, ৪টি সোনার চেন, ৮ জোড়া দুল, শাঁখা বাঁধানো ১ জোড়া, ৪টি সোনার আংটি, ৩ জোড়া সোনার চুড়ি, ৪টি রুপোর মালা ও ১২ হাজার টাকা নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীদের দলটি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
বিপুলবাবু বলেন, 'কাল রাতে বাড়ির চারপাশে কয়েকজন ঘুরছিল। চারজন ছিল সেই দলে। হঠাৎই ওরা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। আমার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে হাত বেঁধে দেয়। তারপর বাড়ির বাকিদের সেখানে নিয়ে আসে। কোনও শব্দ করলে আমার ছেলের ক্ষতি করবে বলেও ভয় দেখায়। এরপর আলমারি খুলে নগদ টাকা ও গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় আমাদের ঘরের মধ্যে রেখে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়। আর শাসিয়ে যায় চিৎকার করলে বা কাউলে জানালে সবাইকে মেরে দেবে।'

অনুব্রতর হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে শিল্পের দাবিতে সভা কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর : অনুব্রত মণ্ডলের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে শিল্পের দাবিতে সভা করলেন অনিচ্ছুক জমিদাতা কৃষকদের একাংশ। বৃহস্পতিবার বোলপুরের শিবপুরে' শিল্প হলে জমি দেব, না হলে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে, এই দাবিতে সভা করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, শিল্পের বদলে আবাসন প্রকল্প হলে তাঁরা জমি দিতে নারাজ। সেক্ষেত্রে সিঙ্গুর মডেলে তাঁদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

একই দাবিতে ১৯ আগস্ট শিবপুরে সভা করেন অনিচ্ছুক কৃষকরা। কিন্তু সভার পরদিন শিবপুরে গিয়ে মিছিল করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। অনিচ্ছুক কৃষকদের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে অনিচ্ছুক জমিদাতা চাষিরা শুক্রবার ফের জমি ফেরতের দাবি তুলে সভা করেন।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালে বাম আমলে শিল্পের নামে শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে বোলপুরের শিবপুর মৌজায় ৩০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু, সেসময় জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্ব পথে নেমে ছিলেন কৃষকদের একাংশ। পরে সেখানে কেমিক্যাল হাব তৈরি হবে বলে ঘোষণা করেন রাজ্যের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেই পরিকল্পনারও বদল হয়। বোলপুরে এক প্রশাসনিক বৈঠকে এসে ওই জমিতে 'গীতবিতান' নামে আবাসন প্রকল্প তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই জমিদাতা কৃষকদের একাংশ আন্দোলনে নামে। তাঁদের দাবি ছিল, শিল্প হলে জমি দেবেন, নইলে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে।

এই দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনিচ্ছুক জমিদাতারা। মামলা চলাকালীন সেই জমিতে সমস্তরকম নির্মাণ কাজ ও প্লট বুকিং বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু, অভিযোগ সেই নির্দেশ অমান্য করেই চলছে নির্মাণ ও প্লট বুকিং আইনজীবী শৈলেন মিশ্র বলেন, 'কৃষকদের জমি বলপূর্বক নেওয়ার অধিকার কারও নেই। কৃষকরা চান শিল্পের নামে অধিগৃহীত জমিতে শিল্প হোক। কিন্তু, রাজ্য সরকার এখানে আবাসন তৈরি করছে। তাই কৃষকদের দাবি, শিল্প না হলে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে।'

ডেঙ্গির প্রতিরোধে কেন্দ্রের কারখানায় ঢুকতে আইনে বদলের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : উত্তর ২৪ পরগনায় কেন্দ্রীয় সরকারের কারখানাগুলির চত্বরে জল জমে মশার উপদ্রব বাড়ছে। কারখানাগুলিতে ঢুকে ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে পারছেন না পুরকর্মীরা। কারণ কারখানাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ থাকায় সেখানে রাজ্য সরকারের কর্মীরা ঢুকতে পারেন না। এই সমস্যা মেটাতে এবার আইনে বদল আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। একথা জানালেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।
বৃহস্পতিবার বিধাননগরের উন্নয়ন ভবনে ডেঙ্গু ইস্যুতে ১১টি পুরসভা এবং দু'টি পুরনিগমের আধিকারিক এবং কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করেন ফিরহাদ হাকিম। মন্ত্রী জানান, ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুরসভা বা পুরনিগমের যদি কোনও অতিরিক্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়, রাজ্য সরকার সেক্ষেত্রে সাহায্য করবে। বৈঠকে মন্ত্রী জানান, উত্তর ২৪ পরগনার বেশকিছু জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক কারখানা রয়েছে, সেখানে পুরকর্মীরা ঢুকতে পারেন না। কারখানাগুলির চত্বরে জল জমে থাকছে। কিন্তু পুরকর্মীরা ঢুকতে না পারায় সেখানে ডেঙ্গি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে সমস্যা হচ্ছে। তাই আইনে রদবদল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যার জেরে সেখানে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুরকর্মীরা ঢুকতে পারবেন।' মন্ত্রী দাবি করেন, 'গতবারের তুলনায় রাজ্যে এবার ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেক কম। মাত্র ১০ শতাংশ এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কয়েকটি এলাকাকে ডেঙ্গুপ্রবণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।'